13664 - অনাদায়কৃত নামাযরে কাযা পালন করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি নও মুসলমি। আমার বশে কছিু প্রশ্ন আছ;ে আমি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে আগ্রহী। আমার মনে হয়, কোন কোন প্রশ্নে আপনি চরম নর্িবুদ্ধতিা পাবনে। আমি নামায পড়ার সময় কি বলব?

আমার পতিামাতা বৌদ্ধ। আমার পরবিারে একমাত্র আমার পতিা আমার ইসলাম গ্রহণরে বষিয়টি জাননে। আমার পরবিাররে সদস্যরা কখনও কখনও আমাকে তাদরে সাথে খাবার খতেে ডাকে। তবে, আমি শুকররে গোশত খাই না। কংিবা কোন খাবারে হারাম কছিু আছে মর্মে জানলে আমি সে খাবার খাই না। কন্িতু, আমার প্রশ্ন হচ্ছ,ে মুরগি ও অন্যান্য গোশত যমেন- মাছ সম্পর্ক;ে যগেুলো কোন মুসলমান জবাই করনেি সগেুলো খাওয়া কি হারাম? (এ ধরণরে গোশত খাওয়ার কারণ)ে আমি কি গুনাতে লপ্তি হয়ছে?ি আমি যে গুনাহগুলো করছে িসগেুলো থকেে আল্লাহর কাছে কভিাবে তওবা করতে পার?ি দনৈন্দনি আমি যে গুনাহগুলো করে ফলে িসগেুলো থকেে আমি কভিাবে আল্লাহর ক্ষমা পতেে পার?ি যদি আমি ফজররে নামায কংিবা যোহররে নামায কংিবা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযরে কোন একটি আদায় করতে না পার—ি এ কারণে আমি কি গুনাহগার হব, এ গুনাহ থকেে আমি কভিাবে ক্ষমা পতেে পার?ি নামায আদায়কালে আমি কভিাবে তলোওয়াত ও যকিরি শখিতে পার?ি কভিাবে আমি আরবীতে কুরআন তলোওয়াত শখিতে পার?ি ন্যূনতম নামায আদায়কালে মৌলকি যে কথাগুলো বলতে হয় সগেুলো? সামুদ্রকি সকল খাবার কি হালাল; নাকি হারাম?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আমাদরে ওয়বে সাইটরে প্রতি আস্থা রাখার জন্য আমরা আপনাকে শুকরয়িা জানাচ্ছ।ি আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর,ি আমরা যনে সবার ভাল ধারণায় থাকতে পার িএবং তনিি যনে আপনাকে সঠকি পথ ও তাওফকিরে নয়োমত দান করনে। এছাড়া আমরা এজন্যওে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ িয,ে আপনি যা জাননে না তা শখোর জন্য উদ্যোগী হয়ছেনে। এটাই প্রত্যকে মুসলমানরে কর্তব্য। কোন মানুষই আলমে হয়ে জন্মগ্রহণ করনে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “শখোর মাধ্যমইে জ্ঞান অর্জন হয়”। ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে হাদসিটকিে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেনে। আপনি যা জাননে না সটো জজ্ঞিসে করাকে নর্িবুদ্ধতিা মনে করার কছিু নইে। বরং এটাই হওয়া উচতি এবং এটি প্রশংসাযোগ্য।

দুই:

নামায সংক্রান্ত প্রশ্নরে উত্তর আপনি 13340 নং প্রশ্নোত্তরে নামায আদায় করার বিস্তারতি পদ্ধতি ও যকিরি-আযকারসহ পাবনে।

তনি:

নামায আরবীতে পড়া কংিবা অন্য ভাষায় পড়া সংক্রান্ত বিস্তারতি আলোচেনা 3471 নং প্রশ্নোত্তরে পাবনে। আমরা আপনাকে আরবীতে সূরা ফাতহিা ও নামাযরে আরকান-আহকামগুলো শখিে নয়োর জন্য উপদশে দচ্ছি; এগুলো শখো সহজ। কোন একজন মুসলমানরে কাছ থকেে সরাসরি শখিে নতিে পারনে; যনিি এগুলো ভালভাবে পড়তে পারনে। কংিবা যে সব ওয়বে সাইটে কুরআনরে অডওি আছে সসেব ওয়বে সাইট থকেে তলোওয়াত শুনওে শখিে নয়ো যতেে পার।ে

চার:

নামায ছুটে যাওয়া সংক্রান্ত মাসয়ালা:

নামায ছুটে যাওয়ার দুইটি অবস্থা হতে পার:ে

১। তীব্র সদচ্ছিা সত্ত্বওে অনচ্ছিাকৃতভাব,ে শরয়িতে গ্রহণযোগ্য ওজররে কারণে নামায ছুটে যাওয়া; যমেন- ভুলে যাওয়া কংিবা ঘুময়িে পড়া। এ অবস্থাতে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামাযরে কাযা পালন করা আপনার ওপর অপরহিার্য। এ হুকুমরে দললি হচ্ছে সহহি মুসলমিরে হাদসি (৬৮১): রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ফজর নামাযরে সময় ঘুময়িে থাকার ঘটনা। তখন সাহাবায়ে করোম একে অপরকে ফসিফসি করে বলছলিনে: নামাযরে ক্ষত্রেে আমাদরে এ অবহলো করার কাফফারা (প্রতকিার) কী? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে:ঘুমরে কারণে নামায ছুটে গলেে সটো অবহলো নয়; অবহলো হচ্ছে- যে ব্যক্তি অন্য নামাযরে ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নামায পড়ে না। ঘুমরে কারণে যার নামায ছুটে গছেে সে যনে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে নামায আদায় করে নয়ে।

এর অর্থ এ নয় য,ে কোন মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়ে ঘুময়িে থাকব;ে এরপর ঘুমরে ওজর পশে করবে কংিবা ঘুম থকেে জাগার উপায়গুলো গ্রহণ না করে এরপর ওজর পশে করব।ে বরং তার কর্তব্য হচ্ছে- যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে ঘুম থকেে জাগার চষ্টো করা যভোবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনায় করছেলিনে। তনিি এক ব্যক্তকিে জগেে থকেে তাদরেকে নামাযরে জন্য জাগয়িে দয়োর দায়ত্বি দয়িছেলিনে। কন্তিু তন্দ্রা সে ব্যক্তকিে কাবু করে ফলে; ফলে তনিি তাদরেকে জাগাতে পারনেনি। এমন অবস্থার ক্ষত্রেে ব্যক্তরি ওজর গ্রহণযোগ্য হব।ে

২। ইচ্ছাকৃতভাবে নামায না পড়া। এটি মহা অপরাধ ও ন্যাক্কারজনক গুনাহ। কোন কোন আলমে এমন ব্যক্তকিে কাফরে

ফতোয়া দনে।(যমেনটি এসছে- শাইখ বনি বাযরে 'মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত সামাহাতসি শাইখ বনি বায ১০/৩৭৪)। আলমেদরে সর্বসম্মতক্রিমে এ ব্যক্তরি ওপর একনষ্ঠি তওবা করা ফরয। আর এ নামাযগুলো কাযা করা প্রসঙ্গে আলমেগণ মতানক্যে করছেনে য, এ ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে এ নামাযগুলোর কাযা পালন করনে তাহলে কি কবুল হবে? নাকি হবে না? অধকিাংশ আলমেরে মত, তার ওপর এ নামাযগুলোর কাযা পালন করা ফরয এবং গুনাহর সাথে এ নামাযগুলোর কাযা পালন সহহি হবে (অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি তওবা না করে- আল্লাহই ভাল জাননে)। শাইখ উছাইমীন 'আল-শারহুল মুমতি (২/৮৯) গ্রন্থে আলমেদরে এ বক্তব্যটি উল্লখে করছেনে। তবে, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা যে মতটকিে প্রাধান্য দয়িছেনে সটো হচ্ছে- এ ধরণরে কাযা নামায সহহি হবে না; বরং সে ব্যক্তরি এ নামাযগুলো কাযা পালন করার বধিান নইে। শাইখুল ইসলাম তাঁর 'ইখতয়িারাত' নামক গ্রন্থে (৩৪) বলনে: "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়ে না সে ব্যক্তরি নামায কাযা পালন করার বধিান নইে এবং আদায় করলে সহহি হবে না। বরং সে ব্যক্তি বশেি বশেি নফল নামায আদায় করবে। এটি একদল সলফে সালহেীন এর উক্তি।" সমকালীন আলমেদরে মধ্যে শাইখ উছাইমীন পূর্বোক্ত গ্রন্থে এ অভমিতকে প্রাধান্য দয়িছেনে এবং এ হাদসি দয়িে দললি দয়িছেনে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদরে নর্দিশেনা নইে সটো প্রত্যাখ্যাত"[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে- নামাযরে ক্ষত্রেে আপনি তীব্র সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং যথাসময়ে নামায আদায়ে সচষ্টে হোন; যমেনটা আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "নশ্চিয় নর্ধিারতি সময়ে নামায আদায় করা মুমনিদরে ওপর ফরয"[সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩]

আর তওবা করা সম্পর্কে আপনি এ ওয়বে সাইটরে 14289 নং প্রশ্নোত্তরে বস্তিারতি পাবনে।

অমুসলমিদরে জবাই করা প্রসঙ্গে আপনি এ ওয়বে সাইটরে 10339 নং প্রশ্নোত্তরে বস্তিারতি পাবনে।

আর সামুদ্রকি প্রাণী সম্পর্কে আপনার জজ্ঞিাসার জবাব হচ্ছে- সব ধরণরে সামুদ্রকি প্রাণী খাওয়া হালাল— এটাই মূল বধিান। এর সপক্ষে দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "তোমাদরে জন্য সমুদ্ররে শকিার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়ছে, তোমাদরে ও পর্যটকদরে ভোগরে জন্য।"[সূরা মায়দো,আয়াত: ৯৬]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে আপনাকে আরবী ভাষা শখো, দ্বীনে জ্ঞানে প্রজ্ঞা অর্জন করা ও নকে আমলরে সম্বল গ্রহণ করার তাওফকি দনে। নশ্চিয় তনিি সে বষিয়ে ক্ষমতাবান।